জরুরী
ফ্যাক্সযোগে/ডাকযোগে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রকল্প বাস্তবায়ন-৩ অধিশাখা

স্মারক নং-৪৫.১৭৪.০০২.০০০.০০.০০৯.২০১৫-৪০৫ তারিখ ঃ ০২.০৯.২০১৫খ্রি:

সভার নোটিশ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh (RCHCIB) শীর্ষক প্রকল্পের "কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাষ্ট আইন, ২০১৫" এর উপর প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের মতামত সংশোধন/সংযোজনের নিমিত্ত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আগামী ০৮.০৯.২০১৫ তারিখ মঙ্গলবার বিকাল ৩.০০ টায় সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (ভবন নং-০৩, কক্ষ নং-৩৩২) অনুষ্ঠিত হবে।

২। সভায় সকলকে মতামতসহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৩। আলোচ্যসূচি :

ক. খসড়া কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাষ্ট আইন, ২০১৫ এর সংশোধন/সংযোজন; এবং
খ. বিবিধ।

সংযুক্তি : ০৩ (তিন) পাতা।

০২.০৯.২০১৫
(সুশীল কুমার পাল)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৯৫৪০

বিতরণ: সদয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ সহ)।
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ সহ)।
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ সহ)।
৪. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ সহ)।
৫. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ সহ)।
৬. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ সহ)।
৭. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ সহ)।
৮. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ সহ)।
৯. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ সহ)।
১০. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ সহ)।
১১. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ সহ)।
১২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

-পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য-

১৪. মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট) ও লাইন ডাইরেক্টর (হেলথ ইকোনোমিক্স এন্ড ফাইনান্সিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা।
১৫. মহাসচিব, বিএমএ, বিএমএ ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
১৬. ডা. মাখদুমা নার্গিস, রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট, বিএমআরসি ভবন, (২য় তলা), মহাখালী, ঢাকা।
১৭. যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৪৫.১৭৪.০০২.০০০.০০.০০৯.২০১৫-৪০৫/১(৪) তারিখ ঃ ০২.০৯.২০১৫খ্রি:

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. উপসচিব (নিরাপত্তা-২), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় আগতদের বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রবেশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
৫. সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রস্তাবিত খসড়া কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৫ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৬. সভাকক্ষ সমন্বয়কারী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সভায় ৩০ জনের আপ্যায়নের অনুরোধ সহ)।
৭. যুগ্মসচিব (প্রবা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২.০৯.২০১৫
(সুশীল কুমার পাল)
সহকারী সচিব

প্রস্তাবিত খসড়া কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৫

বাংলাদেশের গ্রামীন সুবিধাবঞ্চিত জনগণের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করিবার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট গঠনের জন্য প্রণীত আইন।

যেহেতু, বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় বসবাসকারী প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সুবিধাবঞ্চিত জনগণের সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অর্থ, স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি সংগ্রহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলির স্বাস্থ্য সেবা স্থায়ী করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু , কমিউনিটি ক্লিনিকে বেসরকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব তৈরি করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ।- (১) এই আইন কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে,এই আইনে-

(ক) "ট্রাস্ট" অর্থ এই আইনের ধারা ৩ এর অধীন গঠিত কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট;

(খ) "ট্রাস্টি বোর্ড" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(গ) "সভাপতি" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি;

(ঘ) "তহবিল" অর্থ ধারা ১২ এ উল্লিখিত ট্রাস্ট এর তহবিল;

(ঙ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) "সদস্য" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য:

(ছ) " কমিউনিটি ক্লিনিক" অর্থ গ্রামীন জনগোষ্ঠীর সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করিবার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড পর্যায়ে স্থাপিত কমিউনিটি ক্লিনিক বুঝাইবে এবং এই আইন প্রণয়নের পূর্বে যে সকল কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হইয়াছে তাহাও এই আইনের আওতায় স্থাপিত হইয়াছ বলিয়া গণ্য হইবে;

(জ) "কমিউনিটি গ্রুপ" অর্থ কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবায় জনগণের অংশ গ্রহণ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতাভূক্ত গ্রাম/এলাকাসমূহের জনগণের মধ্য হইতে মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিউনিটি গ্রুপ;

(ঝ) "কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ" অর্থ কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় কমিউনিটি গ্রুপকে সহযোগিতা এবং গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মহিলা, পুরুষ, কিশোরী/ কিশোরী সহ সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপ;

(ঞ) "সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা" অর্থ এই আইনের অধীন বিধিতে উল্লিখিত সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা;

৩। ট্রাস্ট গঠন।– (১) এই আইন বলবত হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার এই আইনের বিধান অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করিবে।

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার এবং ইহার স্থায়ী ধারাবহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে। ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা মামলা করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। ট্রাস্টের কার্যালয়।– (১) ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ড, প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। ট্রাস্টের লক্ষ্য ।- ট্রাস্টের লক্ষ্য নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) গ্রামীন সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

৬। ট্রাস্টের উদ্দেশ্য।– ট্রাস্টের উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক)গ্রামীন সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য এই ট্রাস্টের তহবিল ব্যবহার করা;

(খ) সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসহ মাতৃস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;

(গ) কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের একটি কার্যকর রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা।

৭। সাধারণ পরিচালনা।- ট্রাস্টের পরিচালনা একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ট্রাস্ট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে উক্ত ট্রাস্টি বোর্ড ও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৮। ট্রাস্টি বোর্ড গঠন।– (১) ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী;

(গ) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সিনিয়র সচিব/ সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, স্থানীয় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(ছ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড, গোপালগঞ্জ;

(জ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

(ঝ) মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা;

(ঞ) সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন;

(ট) সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার'র অফ কমার'স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রি;

(ঠ) সভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি;

(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি (অনূন্য ০৩ জন চিকিৎসাবিদ তন্মধ্যে ০১ জন মহিলা)।

(ঢ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড, পদাধিকার বলে যিনি উহার সদস্য সচিব হইবেন ।

(২) বোর্ডের সদস্যগণ প্রথম সভায় একজন সভাপতি এবং সহসভাপতি নির্বাচন করবেন;

(৩) উপ-ধারা (১) এর (ড) এর অধীনে মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসর পর্যন্ত সদস্য পদে বহাল থাকিবেন;

৯। ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।— ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) কমিউনিটি ক্লিনিক এলাকায় গ্রামের মানুষের সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিরবচ্ছিন্ন (Uninterrupted) করা;

(খ) ট্রাস্টের তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহার করা;

(গ) কমিউনিটি ক্লিনিকের সামগ্রিক কার্যক্রম মূল্যায়নে পরামর্শক নিয়োগ করা এবং পরামর্শক কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঘ) ট্রাস্টের সকল স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষন ও হেফাজতকরণ;

(ঙ) সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী /কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ বেসরকারী সংস্থা এবং সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্তকরণ;

(চ) কমিউনিটি গ্রুপ এবং কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপকে কার্যকর ও গতিশীল করা;

(ছ) কমিউনিটি ক্লিনিকের কল্যাণে গৃহীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি গ্রহন করা।

১০। কমিটি।- (১) ট্রাস্টের কার্যাবলিভুক্ত যে কোন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হইবে।

১১। বোর্ড সভা।— (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ড উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২)বোর্ড সভা, উহার সভাপতির সম্মতিক্রমে উহার সদস্য সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৩ (তিন) মাসে বোর্ডের অনূন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে সভাপতি যে কোন সময় বোর্ডের সভা আহবান করিতে পারিবেন।

(৩) বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অনূন্য এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) বোর্ডের সভায় উহার প্রত্যেক সদস্যদের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১২। ট্রাস্টের তহবিল।– (১) ট্রাস্টের নামে একটি তহবিল থাকিবে এবং উহা নিম্নরূপ দুইটি অংশে বিভক্ত থাকিবে,

(ক) স্থায়ী তহবিল; এবং

(খ) চলতি তহবিল।

(২) উপ-ধারা (১) (ক) এর অধীনে গঠিত স্থায়ী তহবিল নিম্নবর্নিত অর্থ জমা হইবে; যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন অর্থ ; এবং

(খ) উক্তরূপে জমাকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশের সমূদয় বা কিছু অংশ।

(৩) স্থায়ী তহবিলের অর্থ কোন তফশীল ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং ট্রাস্টের কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিউনিটি এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সহায়তা কার্যক্রমে উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে;

(৪) উপ-ধারা (১) (খ) এর অধীন গঠিত চলতি তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় বাজেট হতে প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দান ও অনুদান;

(গ) বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক,বীমা) স্বেচ্ছাধীন আর্থিক সহায়তা;

(ঘ) প্রবাসীদের স্বেচ্ছাধীন আর্থিক সহায়তা;

(ঙ) সরকার অনুমোদিত দাতা দেশ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ ;

(চ) সরকার অনুমোদিত দেশী ও বিদেশী উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ছ) সরকার অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ; এবং

(জ) সমাজের বিত্তবান, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সেচ্ছাধীন অনুদান।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত চলতি তহবিলের অর্থ যে কোন তফশীল ব্যাংকে একটি হিসাবে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্তরূপ অর্থ হইতে ট্রাস্টের যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(৬) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তহবিলের ব্যাংক হিসাব ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

(৭) তহবিলে জমাকৃত অর্থের মুনাফা বা অর্জিত সুদ হইতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সহায়তার জন্য অর্থ প্রদান করা যাইবে।

১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক।– (১) ট্রাস্টের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩)তিনি ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্যসম্পাদন করিবেন।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতিতে সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৪। ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ।-(১) ট্রাস্ট উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগাঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) ট্রাস্টে কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। বাজেট।– বোর্ড প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরের সরকারের নিকট হইতে ট্রাস্টের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান উল্লেখ থাকিবে।

১৬। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।– (১) ট্রাস্ট উহার আয় ব্যয়ের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) ট্রাস্ট প্রতি বৎসর ৩০শে জুনের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

১৭। ক্ষমতা অর্পণ।– ট্রাস্টি বোর্ড এই আইন বা বিধির অধীন উহার যে কোন ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে এবং নির্ধারিত শর্তস্বাপেক্ষে, সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য, বা অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ট্রাস্টি বোর্ড , সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ন নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।–(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনুদিতএকটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।